ইত্তেফাক

তারিখ 27/11/79
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

213

স্থান-কাল-পাত্র

লুৎফুক

খালকাটা নিয়ে দেশব্যাপী যে সব কথাবার্তা হচ্ছে—তা থেকে মনে হতে পারে যে,—কেউ খাল কেটে দেশে বিপ্লব ঘটাতে চান আর কেউ বিশ্বাস করেন যে, খাল কাটা শুধু কথার কথা। অন্য অনেক কথার মতই একথাটাও হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমন ধারণাও পোষণ করেন যে, খাল কাটা নিয়ে বাংলায় যে প্রবাদটা রয়েছে আলটিমেটলি এ দেশের জন্য সেটাই সত্যি হবে। অর্থাৎ খাল কাটলেই কুমীর আসবে।

এই কলামে ইতিপূর্বে গ্রাম-দেশ, দেশের চাষাবাদ, কৃষি উন্নয়ন, দেশোন্নয়ন নিয়ে বহু-কিছু আলোচিত হয়েছে। বহুবারই বলেছি যে, কৃষির উন্নতি নয়, কৃষকের উন্নতি চাই। স্বনির্ভর, অধিক খাদ্য ফলাও, সবুজ বিপ্লব কিংবা উলশী-যদুনাথপুর যাই বলা হোক, যাই করা হোক—কৃষকের অর্থাৎ আপামর জনগণের উন্নতি ভিন্ন কোনটার সফলতা সম্ভব হবে না এবং সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও তা স্থায়ী হবে না। যদি হত তবে '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের পর আবার রংপুর কিম্বা জামালপুর, নেত্রকোনা অথবা হবিগঞ্জে এবারে এতটা হাহাকার দেখা দিত না।

সত্য বটে, খরা, বন্যা ও প্রাকৃতিক অপরাপর দুর্যোগ ও দুর্বিপাক এ সবের জন্যে অনেকাংশে দায়ী ছিল। কিন্তু বাকী অংশের দায় ও দায়িত্ব আমরা কোনক্রমেই এড়াতে পারি না।

এবারে ইত্তেফাকের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্যই হোক বা ইত্তেফাকের ভূমিকার দরুন কর্তৃপক্ষীয় মহলের সময়োচিত তৎপরতা গ্রহণের দরুনই হোক—বিরাট একটা ফাঁড়া এড়ানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটাতে আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই। বরং এমনি ধরনের আত্মসন্তুষ্টিই '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের পরও দেশ ও জাতিকে পুনরায় আরেক গরদিশে নিক্ষেপ করার উপক্রম করেছিল। সুতরাং সরকার যে এবার গোড়াতেই খাল কাটার মত একটি ব্যাপক ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা সহকারে এগিয়ে আসতে চাইছেন, সেটাকে উৎসাহব্যঞ্জক হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে বৈকি!

এবারে, এই খাল কাটার ব্যাপারটি সত্যি সত্যি কতটা সাকসেসফুল হবে অথবা আদৌ সাকসেসফুল হবে কিনা সেকথায় আসা যাক। তার আগে আবারো বলে নিতে চাই যে, খাল কাটার ব্যাপারটিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করি। সে কাটা খাল দিয়ে যদি কুমীরও আসে, তবুও। কেননা, বাংলাদেশের খরা-পীড়িত অঞ্চলে বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গের কোন খালে যদি কুমীর আসার মত পানি প্রবাহের গভীরতা সৃষ্টি করা যায়, তা হলে খরাজনিত হাহাকার সেই খাল অধ্যুষিত এলাকায় আর দেখা দিতে পারবে না। কিন্তু কথা সেটা নয়। আসল কথা হল, খালগুলি কাটা আদৌ সম্ভব হবে কিনা।

আমরা দেখেছি, '৭৬-৭৭-৭৮ সালের দিকেও এমনি ধরনের স্বেচ্ছাশ্রমের একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সে সময়ে ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের ঘরা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র খাল খননের ব্যাপারটা স্বচক্ষে জমিনে দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। দেখে-শুনে মনে হয়েছিল, নেতৃত্ব দিতে পারলে এদেশে স্বেচ্ছাশ্রমেও অনেককিছু করা সম্ভব। কিন্তু সে নেতৃত্ব সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন তখনকার পরিস্থিতিতে যেমন ছিল তেমনি বর্তমান পরিস্থিতিতেও সমানভাবে রয়েছে।

শুধু তাই নয়। বরং তখন তবুও জনগণের মধ্যে একটা আলাদা উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। কিন্তু বিগত দিনগুলির নানা সমস্যা, দৈনন্দিন জীবনের খাদ্য ও পণ্য-মূল্য সংক্রান্ত নানা জটিলতা জনজীবনকে ক্রমশঃ অনেক বেশী নিরাশ ও হতাশ করে তুলেছে। সে সময়েও দেখা গেছে, রাজধানী থেকে প্রশাসন কর্মকর্তারা যখন কোন স্বেচ্ছাশ্রমের অকুস্থলে যেতেন লোকজনের কোনই অভাব ঘটত না, কিন্তু তারা ফিরে এলে মাঠ ফাঁকা হয়ে যেত, কাজের লোক মিলত না। খোদ ব্রহ্মপুত্র খাল খননের বিষয়টাও নাকি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না, যদি না ওয়াপদা এগিয়ে যেতেন।

বলেছি, সরকারের খাল কাটার প্রোগ্রাম সমর্থন করি। আমার বাড়ী রংপুরের যে স্থানে, সেখানে নদী বলতে সবেধন ঘাঘট নদী—তাও আমাদের ইউনিয়ন থেকে মাইল কয়েক দূরে। ছোটকালেও যে সব খালে সংবৎসর পানি থাকতে দেখেছি, এখন সেগুলি পুরা ভরাট। নলনী, হাতীথাই, বোকরা, আঁকরা, বকদোলা কোন খাল-বিলই এখন আর আগের মত নাই। এমনকি রানীপুকুর ইউনিয়নের (মিঠাপুকুর থানা) মধ্য দিয়ে খালের মত যে 'হল্লাই' চলে গেছে,—তা এখন লোকজনদের আবাদী জমি। অথচ গোটা খালটাই সাধারণ সমতল জমি থেকে অনেক নিচে। সুদীর্ঘ এই ভরাট খালটি খুঁড়ে দিয়ে নাব্য খাল হিসাবে জনসাধারণের উপকারে নিয়ে আশা সম্ভব। তাহলে রূপসী, রানীপুকুর, মোলঙ্গ, বলদীপুকুর, তাজ নগর, মমিনপুরসহ প্রায় শতাধিক গাঁও-গেরামের কয়েক লাখ লোকের অশেষ উপকার সাধন হবে।

কিন্তু আগেই বলেছি, সুদীর্ঘ এই 'হল্লাই' খাল এখন জন-সাধারণের ধানী জমির ক্ষেত। এরা এইসব ক্ষেত হাতছাড়া করতে রাজী হবে কিনা, তা এক বিরাট প্রশ্ন। দেশের অন্য যে স্থানে যে খালই কাটা হোক, মনে হয়, এই ধরনের প্রশ্ন অনেক স্থানেই দেখা দেবে। মাটিভেশনের বিষয়টা এক্ষেত্রেই হবে একান্ত জরুরী। লোকজনকে বুঝাতে হবে যে, খাল কাটার দরুন তারা যে জমি হারাচ্ছে, তার অনেকগুণ বেশী প্রতিদান তারা পাবে খালের পানি থেকে। তবে এজন্য এই খালকে অবশ্যই সুগভীর হতে হবে, যাতে খরার মওসুমেও পানি থাকে।

অভিজ্ঞ একজন বললেন, নদীর মত গভীরতাসম্পন্ন শুধু নয়, নদীর চাইতেও গভীর করে না খুঁড়লে কোন খালেই সংবৎসর পানি প্রবাহ সম্ভব হবে না। আর যদি এমন খাল কাটা হয় যার পানি খরার মওসুমে শুকিয়ে যাবে, তাহলে খাল কাটার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কেননা, বর্ষায় এদেশে পানির অভাব তেমন কোন সমস্যা নয়—সমস্যা দেখা দেয় খরা মওসুমে এবং কেবল খরার দাপট রুখতে পারলেই একাধিক ফসলের যে কথা বলা হচ্ছে, তা সম্ভব হতে পারে।

আমরা জানি, বর্ষাকালে তো বটেই, সাধারণ সময়েও ছোট-বড় নদী দিয়ে প্রচুর পানি প্রবাহিত হয় এবং সেগুলি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। পানি প্রবাহের এই ধারা ব্যাহত না করেও খাল কেটে, পুকুর, দীঘি, পুষ্করিণী, বিল খুঁড়ে দিয়ে সেগুলিতে পানি জমিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি, গতবারের স্বেচ্ছাশ্রমের ব্যর্থতার থেকে শিক্ষা না নিয়ে কাজে এগুলে সম্ভাবনা যত বিরাটই থাক, কিছুতেই কিছু হবে বলে মনে হয় না।

গতবারের সেই ব্যর্থতার শিক্ষাটা কি? এদেশের কোন সরকারই প্রোগ্রামের দিক থেকে, নীতির দিক থেকে খারাপ ছিলেন না। কিন্তু সেই নীতি ও আদর্শ, কর্মসূচী ও সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করতে গিয়েই তাঁরা বেশীর ভাগ ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা, যাঁদের হাতে বাস্তবায়নের কাজ তাঁদের অনেকেই ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দিয়েছিলেন। অনেকে আবার ভেবেছিলেন, ছাগল দিয়েই ধান মাড়াই সম্ভব।

অতীতের সেই অভিজ্ঞতা বর্তমান ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা, সরকার এসেছেন, সরকার গেছেন, কিন্তু প্রশাসনের কাঠামোর মধ্যে বসে থেকে যাঁরা কাজ করবেন বলে ধরে নেওয়া হত, তাঁরা রয়ে গেছেন কমবেশী আগের মতই। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের দরুন এই প্রশাসনের একাধিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক জটিলতা এবং এ্যানামলী। যেমন ধরা যাক, ডিসির দায় ও দায়িত্বের কথা। বর্তমান পে-স্কেলে ডিসির অবস্থান যে স্থানে সে স্থানে থেকে ডিসি কি একজন সত্যিকার জেলা প্রশাসক হিসাবে তাঁর জেলাস্থ সরকারী কর্মচারীদের সবাইকে সমানভাবে কম্যাণ্ড করার অধিকারী? অথচ এই ডিসিই এবারে হয়েছেন খাল খননের ডিষ্ট্রিক্ট অর্গানাইজার ও কো-অর্ডিনেটর। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই একটামাত্র বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিলাম। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

এবারে আসা যাক স্বেচ্ছাশ্রমের কথায়। যদিও এই খাল খনন প্রোগ্রামে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবুও স্বেচ্ছাশ্রমের গোনজায়েসও দিয়ে গোটা বিষয়টাকে আর পাঁচটা রাজনৈতিক ইস্টের মতই জনসাধারণের সমালোচনার বিষয়বস্তু হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। এদেশে স্বেচ্ছাশ্রমের অর্থ কি? রাজনৈতিক নেতা বা রাজধানীর কর্মকর্তারা যাবেন। স্থানীয় প্রশাসন, রাজনীতিক ও কাউন্সিল মেম্বাররা তাঁদের আপ্যায়নের জন্য এক দিকে যেমন টাকা-পয়সার আদাগ্রাদ্ধ করবেন, তেমনি অন্যদিকে লোক জমায়েতের নামে, কোদাল-ঝুড়ির ব্যবস্থার নামে এবং সর্বোপরি প্রচারণার নামে হেন কর্ম নাই যা করবেন না।

শুধু কি তাই? প্রেসিডেন্ট কিংবা মন্ত্রী-মিনিষ্টারদের উপস্থিতিতে রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রতিবেদক ও ক্যামেরাম্যানদের গলা-কাঁপানো প্রচারণার নামে প্রতি ক্ষেত্রেই একপাল মহিলার হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কাটবার সেই বহু সমালোচিত দৃশ্যেরই পুনরাভিনয় হবে। রাজধানীর কর্মকর্তারা খুশিতে গদগদ হবেন। চাইকি, বিদেশী সাংবাদিকেরাও ধন্য ধন্য করবেন। সবই হবে। কিন্তু কাজের কাজ যা হবে, তা বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হয়ত মনে হবে, খাল কাটা প্রোগ্রামের প্রতি সমর্থন দিয়েও প্রকারান্তরে এর বিরোধিতাই করতে চাইছি। কিন্তু যা বলছি, তা মোটেও বাজে কথা নয়। বরং সাংবাদিক হিসাবে পর্যবেক্ষণজাত উপলব্ধিরই প্রকাশ এটি। প্রেসিডেন্ট যদি সত্যি সত্যি কাজ নিতে চান, তাহলে এইমর্মে একটা সার্কুলার জারি করে দিন, প্রোগ্রামে গৃহীত কোন এলাকায় খাল সম্পূর্ণরূপে কাটা না হওয়া পর্যন্ত তার কোন সংবাদ বা ছবি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা কিংবা প্রচার করা যাবে না। এমনকি, তার উদ্বোধনী কোন চিত্রও না। স্বেচ্ছাশ্রমে কেউ যদি কোন খাল কাটাতে পারে, তবে খাল কাটা শেষ হলে পর অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছাশ্রমের আশায় নয়, বরং বেশীর ভাগ খালই কাটাতে হবে কাজের বিনিময়ে খাদ্যের দ্বারা। সেখানে ডিসি, এসডিও কিংবা অন্য কর্মচারীদের প্রশাসনের কাজ-কাম ছেড়ে গিয়ে পড়ে থাকার প্রয়োজন নাই। মেয়েদের দল বেঁধে নিয়ে গিয়ে ঘটা করে রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারেরও দরকার নাই। দরকার নাই রাজধানীর কর্মকর্তাদেরও সেখানে যাওয়ার। একজন এডিসিকে দায়িত্ব দিলে তিনিই স্থানীয় চেয়ারম্যান কিম্বা মেম্বারদের দ্বারা খাল কাটাবার কাজ করাতে পারবেন।

হয়ত প্রশ্ন হবে, কাজের বিনিময়ে এত খাদ্য কোথায় মিলবে। হিসাব করে দেখেছি, কোন 'স্বেচ্ছা শ্রমের কাজের পিছনে হর্তাকর্তাদের দৌড়াদৌড়ি, রেডিও-টেলিভিশনের প্রচারণার ছড়াছড়ি এবং আনুষঙ্গিক খরচ-আপ্যায়ন বাড়াবাড়ি বাদে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে যে টাকা খরচ হয়, তাতে সামান্য কিছু যোগ করলেই কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর পুরা গম বা চাল যোগাড় করা যায়। তাছাড়া, ওয়াপদার খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ বা সেচ বা পানি উন্নয়নের নামে যে বিরাট অঙ্ক প্রতি বৎসর বলতে গেলে পানিতেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে, সেই বাজেট থেকেও কিছু তহবিল এজন্য ব্যয় করা যেতে পারে। ওয়াপদার সাহেবগণ দীর্ঘদিন ধরে দেশোন্নয়নের অনেক কাজই করেছেন, তাঁরা না হয় এবারে কিছুদিনের জন্য ছুটিই নিলেন!